ইত্তেফাক

ঢাকা, বৃহস্পতিবার ৩ পৌষ ১৪১৫, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৮

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ

ডঃ এম সাজিজুর রহমান

সাধারণ মানুষ চায় প্রতিযোগিতামূলক বাজার থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে জীবন ও জীবিকার চাহিদা পূরণ করতে। উন্মুক্ত বাজার ও উন্মুক্ত অর্থনীতিতে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারিত হয় বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের সমঝোতা এবং ভারসাম্যের মাধ্যমে। চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে, চাহিদা কমলে দাম কমে। আবার সরবরাহ বাড়লে দাম কমে, সরবরাহ কমলে দাম বাড়ে। কিন্তু ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি এবং মানবিক প্রেক্ষাপটে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ উন্মুক্ত বাজার বা উন্মুক্ত অর্থনীতির ওপর সবসময় ছেড়ে দেয়া যায় না। মানুষের খাদ্য ক্রয় ক্ষমতা বজায় রাখা এবং খাদ্য সংকট নিরসনসহ কিছু কিছু দায়-দায়িত্ব সমাজ ও সরকারকে বহন করতে হয়। তাই একদিকে যেমন উন্মুক্ত বাজার বা উন্মুক্ত অর্থনীতির ওপর দ্রব্যমূল্য সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়া যায় না আবার উন্মুক্ত বাজার বা উন্মুক্ত অর্থনীতির বিষয়টি পুরোপুরি উপেক্ষা করাও সম্ভব হয় না। অর্থাৎ সরকারি হস্তক্ষেপ এবং উন্মুক্ত বাজারের মধ্যে প্রত্যাশিত সমঝোতার মাধ্যমে জীবন চলার পথের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ হিসেবে বাজার মূল্য নির্ধারণ করতে হয়।

খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়লেই যে চাহিদা খুব কমে বা মানুষ কম কেনে সেটাও পুরোপুরি ঠিক নয়। অর্থনীতির ভাষায় খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদাকে বলা হয় ইন-ইলাস্টিক ডিমান্ড। দাম বাড়লে মানুষ খাদ্য কম কিনবে, কিন্তু কতটা কম কিনবে? যতক্ষণ না মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় আক্রান্ত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত খাদ্য কম কিনে থাকতে পারবে। কিন্তু এরপর মানুষের ক্ষুধা মেটানোর জন্য যতটা দরকার ততটা খাদ্যই তাকে কিনতে হবে। জাতীয় আয়-উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হওয়ার সাথে সাথে খাদ্যদ্রব্যসহ মানুষের যে কোন চাহিদা বাড়তে থাকে। চাহিদা বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায়। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষ অনেক সময় বিকল্প খাদ্য ক্রয় করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ মাছে-ভাতে বাঙালি। তাই চালের দাম বৃদ্ধি পেলেই যে মানুষ বিকল্প খাদ্য কিনবে সেটা অনেক সময় বাস্তবে রূপ লাভ করে না। কারণ, বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য রুচিতে এখনও গম, যোয়ার, ভুট্টা, আলু কোনটাই বিকল্প খাদ্যের আসন লাভ করতে সক্ষম হয়নি। যে কোন দেশের খাদ্য সমস্যা ব্যাপক ও বিচিত্র ধরনের। যেমন- জনসংখ্যা বাড়লে জিনিসের চাহিদা বাড়ে, আবার জনসংখ্যা কমলে জিনিসপত্রের চাহিদা কমে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রসারিত পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৫% থেকে হ্রাস পেয়ে ১.৪৮%-এ দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনও ধনাত্মক আছে বিধায় খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা কমছে না বরং বাড়ছে। আবার মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে খাদ্যদ্রব্যের প্রত্যাশিত মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া এদেশে আরেকটি ভুল সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যে, যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই প্রতিবছর বাজেট ঘোষণার পর খাদ্যদ্রব্যের দাম একধাপ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে খাদ্যদ্রব্যের বাজার মূল্যের সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এমনকি মানুষ কর্তৃক ঘটানো অপ্রত্যাশিত ঘটনা-দুর্ঘটনার কারণেও দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হ্রাস পায়। জলবায়ু সমস্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, নদী ভাঙন ও ঘূর্ণিঝড়ে বিপুল পরিমাণ ফসলের হানি হয়। আবার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে অসময়ে বৃষ্টি, খরা, ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে উপকূল এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে ফসলহানি হয়। আবার তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ইউরোপ-আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলো এবং অস্ট্রেলিয়া বায়োগ্যাস টেকনোলজি ব্যবহার করে বায়োগ্যাস উৎপাদনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ায় গম, ভুট্টাসহ অনেক বিকল্প খাবার এ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। অনেকেই অভিযোগ করেন, মানুষের খাদ্য কমিয়ে গাড়ীর খাদ্য যোগানো অমানবিক। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফসহ অনেক প্রতিষ্ঠানই এ কার্যক্রমকে অমানবিক বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষ করে আমেরিকা এর সাথে একমত হচ্ছে না। তাই বিভিন্ন কারণ একত্রিত হয়েই বিশ্বের বুকে খাদ্য সমস্যা প্রকট রূপ লাভ করেছে [illegible] দেখা যায়।

খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়লে এর উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়ে। কিন্তু খাদ্য উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট ঋতুকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই দাম বৃদ্ধি পেলেও শস্য ঋতু ছাড়া বছরের মাঝপথে সরবরাহ সৃষ্টির কোন উপায় থাকে না। পাশাপাশি খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য জিনিসের দাম বাড়লে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে অন্য জিনিস উৎপাদনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। আবার খাদ্য উৎপাদনের উপকরণসমূহ যেমন- তেল, গ্যাস, ডিজেল, পানি সেচ ব্যবস্থা, বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ সবকিছুর বাজার মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে কৃষকরা প্রত্যাশিত লভ্যাংশ পাচ্ছে না। এভাবে দিন দিন প্রত্যাশিত লভ্যাংশ কমতে থাকলে মানুষ কৃষি উৎপাদনে আগ্রহ হারাতে বাধ্য হয়। বর্তমানে খাদ্য উৎপাদন অপ্রত্যাশিতভাবে এতটাই হ্রাস পেয়েছে যে, সরকার কর মওকুফ করে বা করের হার হ্রাস করে দিয়েও আশাতীত খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারছে না। তাই বাধ্য হয়েই সরকার আমদানীকৃত কৃষি উপকরণগুলোর জন্য ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আশাতীত উৎপাদন হচ্ছে না। অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনের জন্য আরও বেশী ভর্তুকি দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু রেভিনিউ আয় সীমিত থাকার কারণে সরকারের ভর্তুকি দেয়ার ক্ষমতাও দিন দিন কমে যাচ্ছে। আবার দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন হচ্ছে না বরং অসম বণ্টন হচ্ছে। অর্থাৎ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে না, কিন্তু অপ্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভর্তুকির পরিমাণ বেশী হচ্ছে। যেমন ধনী-গরীব সব ধরনের ক্রেতাই খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে ভর্তুকির সমান সুযোগ লাভ করছে। ইমপোর্ট ট্যারিফ কমিয়ে বা কোন আমদানী কর ছাড়াই সার, বীজ, কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারের সুযোগ কমার্শিয়াল ও নন-কমার্শিয়াল কৃষক সমানভাবে পাচ্ছে। ভর্তুকি সুবিধার দক্ষ বণ্টনের অভাবে উৎপাদিত দ্রব্যের ন্যায্যমূল্য থেকে কৃষক বঞ্চিত হয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছে।

খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন কম হলে দাম বাড়বে- এটা মেনে নেয়া গেলেও দুঃখজনকভাবে এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, কিছু কিছু দ্রব্য যেমন- লেবু, কাঁচামরিচ, শাকসবজি ও বোরো ধানের বাম্পার ফলন সত্ত্বেও এসব খাদ্যদ্রব্যের দাম কমছে না। তার মানে এই নয় যে, বাজারে এসব খাদ্যের সরবরাহ বাড়েনি। কৃষি অর্থনীতির অবস্থা এমন নাজুক যে, কিনতে গেলে দাম বেশি, কিন্তু বিক্রি করতে গেলে প্রায় একই দাম বা অনেক সময় কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে। দক্ষ বাজার ব্যবস্থাপনার অভাবে ব্যবসায়ীরা একদিকে যেমন ফায়দা লুটছে, অন্যদিকে তেল, জ্বালানি ও পানি সেচের মূল্য বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় খাদ্যদ্রব্যের বাজার মূল্য কমানোর বা কৃষকের বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খাদ্যদ্রব্যের যথার্থ মূল্য নির্ধারণে দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং সেইসাথে সহায়ক শক্তি হিসেবে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। খাদ্যদ্রব্যের যথার্থ মূল্য নির্ধারণের জন্য সরকারকে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়ার কথা ভাবতে হবে। উন্নতমানের কৃষি গবেষণার মাধ্যমে স্বল্প খরচে বেশী উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে এবং পরিবর্তিত জলবায়ু ও দুর্যোগের বিষয়টি মাথায় রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যেও পরিবর্তন আনতে হবে। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা নদীর ওপর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দিয়ে বন্যাজনিত দুর্যোগ থেকে ফসল রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্যদ্রব্য পেতে হলে দরকার উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারের পরিবেশ সৃষ্টি করা। অযাচিতভাবে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। আবার অযাচিতভাবে বাজারের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ যেন নষ্ট না হয় সেদিকে সরকারকে নজর দিতে হবে, যাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এগুলো নিশ্চিত করা গেলে উৎপাদন খরচ কমবে এবং অধিক উৎপাদনের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে। বাজারে পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি হবে এবং ন্যায্য প্রত্যাশিত মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করাও সম্ভব হবে।

লেখক ঃ ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি